গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বানপ্রস্থী পরমহংস তাঁর তুল্য নয়।।
ঋতুরক্ষা করিবেক জীবহত্যা ভয়।
কেহ বা পূর্ণ সন্ন্যাসী নিষ্কাম আশ্রয়।।
পর নারী মাতৃ তুল্য মিথ্যা নাহি ক'বে।।
পরদুঃখে দুঃখী সদা সচ্চরিত্র রবে।।
দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্য্যটন।
মুক্তি-স্পৃহা-শূন্য নাই সাধন-ভজন।।
যত যত তীর্থ আছে অবনী ভিতরে।
সত্য বাক্য সমকক্ষ হইতে না পারে।।
দেহের ইন্দ্রিয় বশ না হয়েছে যার।
তীর্থে গেলে ফল প্রাপ্তি না হইবে তার।।
দেহের ইন্দ্রিয় বশ করেছে যে জন।
তাঁর দরশনে সব তীর্থ দরশন।।
গৃহেতে থাকিয়া যাঁর ভাবোদয় হয়।
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সফল।
হাতে কাম মুখে নাম ভক্তিই প্রবল।।
কিসের রসিক ধর্ম কিসের বাউল।
ধর্ম যদি নৈষ্ঠিকেতে অটল আউল।।
কিবা শূদ্র কিবা ন্যাসী কিবা যোগী হয়।
যেই জানে আত্মতত্ত্ব সেই শ্রেষ্ঠ হয়।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।
সর্ব-ধর্ম-লঙ্ঘি এবে করিলেন স্থূল।
শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।
এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম জানাইতে।
জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।
মুখে বল হরি হরি হাতে কর কাজ।
হরি বল দিন গেল বলে রসরাজ।।

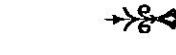

মায়ামুগ্ধ জীব ভ্রান্তিবশে প্রভুকে চেনে না

এমন আশ্চর্য্য লীলা সকলে দেখিল।
তবু প্রভু পেয়ে কেহ চিনিতে নারিল।।
হেন মায়া স্বয়ং এর যুগে যুগে আছে।
মানুষ লীলার বেলা কে কবে চিনেছে?
বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইল যশোদারে।
বাৎসল্যে তাচ্ছিল্য জ্ঞানে চিনিতে না পারে।।
যখন গৌরাঙ্গ রায় শচী মা'র ঘরে।
'আমি সেই' 'আমি সেই' বলে বারে বারে।।
'সুরধুনীগঙ্গা জন্মে আমার চরণে।
ডুবিলি মায়ার কূপে আমারে না চিনে'।।
নদীয়ার নর-নারী শচী মা'কে কয়।
পড়িতে পড়িতে উহার বায়ু-উর্দ্ধ হয়।।
গ্রহণের বেড়ি ভব বন্ধন চরণে।
বিষ্ণুতৈল শিরে দেয় শিখার মুণ্ডনে।।
আপনি হইয়া শান্ত জগৎরঞ্জন।
জ্যোতির্জ্ঞ-পণ্ডিত কাছে দিল দরশন।।
সামুদ্রিক জানে ভাল হস্ত অঙ্ক দেখে।
তিন জনমের কথা বলে দেয় লোকে।।
তার ঠাঁই গিয়া বলে গৌরাঙ্গ সুন্দর।।
'তিন জনমের বার্তা কহ তো আমার'।।
গণক বলেন 'আমি পাই গণনায়।
পূর্বে তুমি কৃষ্ণ ছিলে যশোদা তনয়।।
নন্দ নামে গোপ বৈশ্য ছিল তব পিতা।
আমার গণনা কভু না হইবে মিথ্যা।।
তা হইলে তুমি হও স্বয়ং অবতার।
এ গণনা ভুল অদ্য হয়েছে আমার।।"
প্রভু কন 'হে ঠাকুর আরো আছে কার্য্য।
এর পূর্বে কে ছিলাম কবে দেহ ধার্য্য'।।